দৈনিক ইত্তেফাক

www. ittefaq.com.bd ▮ সোমবার ১৭ শ্রাবণ ১৪১৮ ▮ ১ আগস্ট ২০১১

সমাগত মাহে রমজান এবং দ্রব্যমূল্য

প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

রহমতের বার্তা নিয়ে রমজান মুসলিম উম্মাহর দরজায় কড়া নাড়ছে। একই সাথে আনন্দের বার্তা নিয়ে আসছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে রমজান ও ঈদ দুটিই আনন্দময় ও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু দেশের এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর কারণে প্রতি বছরই রমজান ও ঈদ নিরানন্দময় হয়ে ওঠে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ী, কাপড় ব্যবসায়ী ও পরিবহন মালিকদের অসাধু খপ্পরে পড়ে দেশের অধিকাংশ মানুষের আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়। রহমত, সংযম ও নাজাতের মাসেও এক শ্রেণীর মানুষের কাছে তাদের ব্যবসায়িক মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। এ সময়কে সামনে রেখে তারা এমনভাবে ব্যবসায়িক ফন্দি আঁটে যে তা দুর্বৃত্তপনাকেও হার মানায়। ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি লালন করতে গিয়ে তারা ভুলে যায় ধর্মের কথা, বিচ্যুত হয় সৃষ্টিকর্তার বিধিবিধান ও রাসূলের আদর্শ থেকে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের নির্দেশনা ও জনগণের হাহাকার তাদের কানে পৌঁছায় না। নিজেদের লাভের জন্যে এরা এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যে তাদের কাছে সাধারণ মানুষের সকল আনন্দই তুচ্ছ হয়ে যায়।

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ব্যবসায়ীদের বাগে আনতে সরকার প্রতিবছরই কিছু না কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সফল হয় না। আসন্ন রমজানকে কেন্দ্র করে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এখন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে যে সাফল্য এসেছে তার জন্যে সরকার ধন্যবাদ পেতে পারে। বিশেষ করে চিনি ও তেলের দামের রাশ টেনে ধরতে সক্ষম হয়েছে সরকার। কিন্তু সমন্বয় ও মনিটরিং-এর অভাবে শেষ পর্যন্ত এক্ষেত্রে শতভাগ সাফল্য আসে কীনা সেটিই দেখার বিষয়। তবে জনগণের প্রত্যাশা বাজার নিয়ে সরকারের এই কঠোরতা রোজার মাসের মতো বছরের অন্যান্য মাসেও অব্যাহত থাকুক। তেল, চিনি, ছোলা, ডাল, যাবতীয় মসলাসহ ডিম, দুধ, সেমাই সব কিছুর মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সরকার জনগণের সাধ্য বিবেচনা করে অবস্থান গ্রহণ করুক এটাই জনগণ প্রত্যাশা করে। জনগণ বছরের অন্য সময়ে তো বটেই বিশেষ করে রোজার মাসে পণ্য সিন্ডিকেটের হাত থেকে রেহাই চায়।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগকে কার্যকর করার পর ঈদের আনন্দকে যথাযথ তাৎপর্যপূর্ণ করার জন্যে সরকারকে আরো দুটি ক্ষেত্রে নজর দেয়া প্রয়োজন। ঈদকে সামনে রেখে কাপড়ের বাজার ও গণপরিবহণে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় জনগণ তা থেকেও মুক্তি চায়। দীর্ঘদিন ধরেই ঈদকে উপজীব্য করে কাপড়ের বাজার ও গণপরিবহণে নৈরাজ্য অব্যাহত থাকলেও এ ব্যাপারে কোন সরকারই মাথা ঘামায়নি। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সরকার বারবারই এড়িয়ে গেছে এ দুটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে। রমজানের পবিত্রতা বজায় রাখতে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার যেমন স্বাভাবিক রাখা প্রয়োজন, তেমনি জনগণের মাঝে ঈদের প্রকৃত আনন্দ বিলিয়ে দিতে কাপড়ের দাম নিয়ন্ত্রণ ও গণপরিবহণ ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণ জরুরি।

ঈদপূর্ব কাপড়ের বাজার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায় সাধারণ সময়ের তুলনায় এ সময় জামা-কাপড়ের দাম কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ফলে কেবলমাত্র উচ্চবিত্ত ছাড়া অন্যান্য শ্রেণী-পেশার মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায় কাপড়ের বাজার। বেশির ভাগ মানুষই সাধ ও সাধ্যের টানাপড়েনে পড়ে নিজের বা স্বজনের জন্যে কিনতে পারে না পছন্দের কাপড়টি। ফলে অনেক পরিবারেই ঈদের খুশির আবহ ম্লান হয়ে যায়। তাই একমাস সিয়াম সাধনার পর মুসলমানদের খুশির ঈদ নিশ্চিত করার জন্যে কাপড়ের বাজারের দিকে সরকারের নজর দেয়া প্রয়োজন।

ঈদকে উপলক্ষ করে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে শহরে বসবাসরত মানুষ নাড়ির টানে গ্রামে ফিরে যেতে চায়। এ সময় পরিবহণ নৈরাজ্যের খপ্পরে পড়ে তাদের আরেকবার নাকাল হতে হয়। সরকারি বেসরকারি পরিবহণে দূরপাল্লার সকল বাসে এ সময় ভাড়া বেড়ে যায়। তা সত্ত্বেও বাস, ট্রেন, লঞ্চ কোন পরিবহণেই টিকেট পাওয়া যায় না সাধারণ নিয়মে। টিকেটগুলো কালোবাজারে চলে যায় এবং জনগণকে দ্বিগুণ-ত্রিগুণ মূল্য দিয়ে এসব টিকেট কিনতে বাধ্য হতে হয়। তাছাড়া ঈদের চাহিদাকে কেন্দ্র করে অনেক মালিক লক্কর ঝক্কর গাড়ি রাস্তায় নামায় এবং হেলপারকে এ সব গাড়ির চালকের আসনে বসায়। ত্রুটিজনিত কারণেও অনেক গাড়ি চালকের পরিবর্তে হেলপারকে দিয়ে চালানো হয়। ফলে এ সময় সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যায় এবং অনেক জানমালের ক্ষতি হয়। ঈদকে কেন্দ্র করে পরিবহণ ক্ষেত্রে নৈরাজ্য নতুন কোন ঘটনা নয়। কিন্তু সরকার এক্ষেত্রে ভ্রূক্ষেপ করছে না। সরকারের দিন বদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে গণপরিবহণে নিয়ন্ত্রণের কোন বিকল্প নেই। সরকার যদি সাফল্যের সাথে পরিবহণ সেক্টরের নৈরাজ্যের রশি টেনে ধরতে পারে তবে সরকারের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

কাপড়ের বাজার স্থিতিশীল রাখতে ও গণপরিবহণে নৈরাজ্য ঠেকাতে সরকার র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে কাজে লাগাতে পারে। র‍্যাবের সাথে সাথে ভাড়া সন্ত্রাসীদের রুখতে বর্ডার গার্ড বা সেনাবাহিনী নামানো যেতে পারে। এই বাহিনীর সদস্যরা শুধু সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অপরাধীদের ধরবে। অপরাধীদের তাৎক্ষণিক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্যে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত রাখা যেতে পারে মোবাইল ম্যাজিস্ট্রেট টিমকে। একই সাথে গণপরিবহণ ক্ষেত্রে দলীয় সকল ক্যাডারকে আইনের আওতায় আনতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই পারে অপরাধের মাত্রা কমিয়ে আনতে বা অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে। অভিযোগ আছে সরকার ও বিরোধী দলের একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তির কারণে গণপরিবহণে নৈরাজ্য থেকে যায় সব সময়। সরকারের সদিচ্ছা এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে। আসন্ন রমজানে গণপরিবহণের চিরাচরিত সেই আবহ বদলে জনগণের কাছে নতুন বার্তা পৌঁছাবে, জনগণ ঈদের ছুটিতে নির্ঝঞ্ঝাটে পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেবে এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

ধর্মভীরু মুসলমানদের জন্যে রমজান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি মাস। রহমতের এ মাসে আল্লাহতায়ালা সংযম পালনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকার সংযমের সাথে সাথে জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ে সংযম পালনের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করার মধ্যে দিয়ে রমজানের তাৎপর্য প্রকৃত রূপ লাভ করতে পারে। মুসলমান হিসেবে এ শিক্ষাকে হৃদয়ে ধারণ করে ব্যবসায়ীদের ঘৃণ্য তৎপরতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে একদিন সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং দুনিয়াতে করা প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। আজ যারা নিজের লোভ চরিতার্থ করতে জনগণের চোখের পানি ঝরাচ্ছে, তারা পরকালে সৃষ্টিকর্তার কাছে কী জবাব দেবে সেটা চিন্তা করতে হবে। আমরা আশাকরি এই চিন্তাটি ব্যবসায়ীদের অন্তরে ছাপ ফেলবে এবং তারা ঘৃণ্য তৎপরতা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে রমজানের সংযম শিক্ষায় সামিল হবে।

[লেখক: ডিন, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]